দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 21 MAR 2003
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৪

কোচিং সেন্টারের আড়ালে অনেক শিক্ষক করেন প্রশ্নপত্রের ব্যবসা, হচ্ছেন কোটিপতি

কামরুল হাসান

শিক্ষাকে পুঁজি করে নানা অনৈতিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ছে কোচিং সেন্টারগুলো। কোন কোন কোচিং সেন্টারের মালিক পাবলিক পরীক্ষা, স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা এমনকি বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গেও জড়িত রয়েছে। কেউ কেউ নামীদামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করিয়ে দেয়ার গ্যারান্টি দিয়ে আদায় করছে মোটা অংকের অর্থ। শিক্ষা গবেষকরা মনে করেন, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তার জন্য পরীক্ষায় নকল, সেশনজট, গাইড বই, ও কোচিং সেন্টারগুলো সমানভাবে দায়ী। ভর্তি ম্যানিপুলেশন, প্রশ্নপত্র ফাঁস, পরীক্ষার খাতা কেলেঙ্কারিসহ যেসব ঘটনা ঘটছে তার সবকিছুতেই এরা জড়িয়ে রয়েছে।

আজকাল প্রতিযোগিতা বাড়ছে, টিকে থাকার জন্য একাধিক বিষয়ে প্রাইভেট পড়ছে ছাত্রছাত্রীরা। কোচিং ব্যবসাও বেড়ে উঠছে সেই সুযোগে। 'কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি মৌসুম এলেই এক শ্রেণীর কোচিং সেন্টার মেতে উঠছে শিকার ধরার মহোৎসবে। মেধাবীদের জড়ো করার জন্য অবলম্বন করছে নানা কৌশল। চটকদার বিজ্ঞাপন, আকর্ষণীয় প্রসপেক্টাস ও মিথ্যার ফুলঝুরিতে আকৃষ্ট করছে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের কাছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা গৌণ হয়ে আসছে দিনদিন।

মতিঝিল স্কুলের শিক্ষক আমিনুল ইসলাম বললেন, স্কুলের চেয়ে এখন বেশি জনপ্রিয় স্কুলের কোচিং করানো শিক্ষকটির নাম। নামকাওয়াস্তে স্কুল-কলেজের হাজিরা খাতায় হাজির থাকলেই হলো, পরীক্ষা পাসের সব দায় দায়িত্ব কোচিং সেন্টারের। এভাবেই অভিভাবক আর শিক্ষার্থীরা মগজ ধোলাই হয়ে প্রায় এক শ' ভাগ নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে কোচিং শিক্ষকদের ওপর। সবারই অভিযোগ স্কুলে আজকাল আর কোন পড়াশোনা হয় না। স্কুল উঠে গেছে শিক্ষকের বাড়িতে। শিক্ষকরা কেবল ব্যস্ত কোচিং নিয়ে। কোচিং সেন্টার চালিয়ে অনেকে হয়ে যাচ্ছেন কোটিপতি। যার ফলে স্কুলের চাকরির চেয়ে এখন তাদের কাছে কোচিংয়ের গুরুত্ব বেশি। অনেক স্কুল শিক্ষক কোচিং সেন্টারের আড়ালে করেন প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যবসা। তারা পরীক্ষার আগে বলে দেন প্রশ্নপত্রে কি আছে। এবার ঢাকা কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে ঘটেছে এই ঘটনা। মৌচাকের একটি কোচিং সেন্টার তাদের ছাত্রদের যে সব প্রশ্ন দিয়েছে তার ৯০ ভাগ প্রশ্নও কমন পড়েছে। আবার বোর্ডের প্রশ্ন নিয়ে শোনা গেছে একই কথা। কয়েক বছর আগে এ ধরনের প্রশ্নপত্র কেলেঙ্কারির সাথে ই-হক নামের কোচিং সেন্টারের মালিক জড়িত ছিল। পুলিশ তাকে ধরে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করে। একই ঘটনা ঘটে এবারে ২৪তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন পত্রের ক্ষেত্রে। বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার আগের দিন দেখা গেছে ফার্মগেট এলাকার একটি কোচিং সেন্টারে সেই প্রশ্ন চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে। যারা এই প্রশ্ন পেয়েছেন তারা হলে গিয়ে দেখেন সবই ঠিক মতো এসেছে। বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিছু সরকারী কর্মকর্তা, পিএসসির কতিপয় অসাধু কর্মচারী আর কয়েকটি কোচিং সেন্টারের মালিক মিলে এই কাজটি করে। বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা বিক্ষোভ মিছিল করে। সরকার শেষ পর্যন্ত ২৪তম বিসিএস পরীক্ষা বাতিল করতে বাধ্য হয়। অভিযোগ ওঠে ম্যাবস নামের একটি কোচিং সেন্টার প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত। তারা কতিপয় ছাত্রের সঙ্গে চুক্তির বিনিময়ে এই কাজ করে। তবে পরে ম্যাবসের প্রতিষ্ঠাতা শামসুদ্দোহা মন্তু এ ঘটনা অস্বীকার করেন। ম্যাবসের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলন করে ঘটনার দায়িত্ব অস্বীকার করা হয়। কিন্তু তার পরেও অনেকে বলেছেন, এখন পর্যন্ত যত প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটে তার সবকিছুর সঙ্গেই কোচিং সেন্টারের লোকজন জড়িত। মূলত ছাত্রদের আকৃষ্ট করতে তারা এমন পন্থা অবলম্বন করে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে ভর্তি পরীক্ষায় ভাল ছাত্রদের সাথে অন্য ছেলেদের সিট বসানোর অবৈধ কাজটি করে গোপনে। অনেক সময় পাশাপাশি সিট না বসলে পরীক্ষার আগের রাতে এরা হলের পিয়ন দারোয়ানদের ম্যানেজ করে কাগজ কলম আর আঠা নিয়ে সিট উঠিয়ে নতুন নম্বর বসায়। আবার দেখা যায় বড় অংকের চুক্তির বিনিময়ে একজন বুয়েট বা মেডিক্যালের বিশেষজ্ঞ ছাত্রের সাথে পাশাপাশি সিট বসায় অন্য ছাত্রদের। এ ভাবে গ্রুপ তৈরি হয়। দেখা যায় পরীক্ষার সময় তার খাতা দেখে গ্রুপের সবাই লিখছে। বিসিএস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট ও মেডিক্যালের ভর্তি পরীক্ষায় এই কাজটি বেশি করে করা হয়। এর আগে কোচিং সেন্টারগুলো দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফরম নিয়ে আসে। রাজধানীর সব কোচিং সেন্টার থেকে সে ফরম বিক্রি হয় চড়া দামে। ফলে ঢাকায় বসে একজন ছাত্রছাত্রী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফরম জমা দিতে ও নিতে পারে।

কোচিং বাণিজ্য—২

কোচিং সেন্টার নিয়ে একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য ছাপা হয় খবরের কাগজে। ওই রিপোর্টে বলা হয়, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোচিং সেন্টারের মালিকরা ছোটেন খাতার পেছনে। কোন বিষয়ের খাতা কোন শিক্ষকের কাছে যাচ্ছে তার তালিকা থাকে তাদের কাছে। শিক্ষা বোর্ড যখন পরীক্ষকদের মাঝে খাতা বিতরণ করে তখন সেই শিক্ষকদের একটি তালিকা সংগ্রহ করা হয় বোর্ডের কর্মচারীদের হাত করে। টাকার বিনিময়ে তারা বলে দেয়, কোন কেন্দ্রের কোন বিষয়ের খাতা কার কাছে আছে। এমনকি কোড নম্বর ব্যবহার করার পরও খাতা কোথায় যাচ্ছে তার হিসাব তারা জেনে যায়। পরীক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা এসে সেই সব কোচিং সেন্টারের কাছে ধর্ণা দেয় খাতার খোঁজে। মোটা চুক্তির বিনিময়ে কোচিং সেন্টারের লোকজন ছোটেন খাতার পেছনে। তারা শিক্ষকের বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে যোগাযোগ করে। টাকার বিনিময়ে খাতা বদলে ফেলে সঠিক উত্তর পত্র দেয়া হয় পরীক্ষকের কাছে থাকা খাতার ভেতরে। এতে করে খুব অল্পতেই তাতে ভাল নম্বর মেলে। এসএসসি ও এইচএসসিতে ইংরেজী ও অংক পরীক্ষার ক্ষেত্রে এটি বেশি ঘটে। কিছুদিন আগে এভাবে খাতা বদল করতে গিয়ে রংপুরের শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক ও এক ছাত্র পুলিশের হাতে ধরা পড়ে।

দু'বছর আগে একই ভাবে এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস করেছিল দুটি কোচিং সেন্টারের মালিক। ঢাকার তেজগাঁওয়ের বিজি প্রেসের ১০/১২জন কর্মচারী এর সঙ্গে জড়িত ছিল। বিজি প্রেসের কর্মচারীদের হাত করে কোচিং মালিক রাতারাতি পুরো প্রশ্নের একটি সেট প্রেস থেকে বের করে ফেলে। পরে ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর এসবির এএসপি খলিলুর রহমান বিজি প্রেসের ১২ কর্মচারীকে আটক করেন। সেই সঙ্গে চট্টগ্রাম থেকে আটক করা হয় কোচিং সেন্টারের দুই শিক্ষককে। তারা পুলিশের কাছে স্বীকার করে, সকলেই নিজেদের প্রতিষ্ঠানের সুনাম বাড়াতেই এসব কাজ করেছে।

চলতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষাতেও ঘটেছে আরেক ঘটনা। গ এবং ঘ- ইউনিটের প্রায় ২ হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তি পরীক্ষার ফরম বাতিল হয়ে গেছে। এরা জাল ফরম মার্কশীট ব্যবহার করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষায় অংশ নেয়। এ ঘটনার পর নতুন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল আবেদনপত্র পরীক্ষার কাজ শুরু হয়। ছাত্ররা বলেছে, এবারের ঘটনার সঙ্গেও সেই কোচিং সেন্টার জড়িত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অফিস থেকে বলা হয়েছে, রাজধানীর ৪টি কোচিং সেন্টারের লোকজন টাকার বিনিময়ে ছাত্রদের এভাবে জাল মার্কশীট ব্যবহার করতে সহায়তা করেছে। ছাত্ররা তাদের কাছ থেকে ফরম সংগ্রহ করেই পরীক্ষায় অংশ নেয়। তবে ঘটনা ফাঁস হয়ে যাবার পর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে ছাত্রদের বিরুদ্ধে। কিন্তু কোচিং সেন্টারগুলো রয়ে গেছে বহাল তবিয়তে। গত মাসে একইভাবে চারুকলার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায় কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে। পরে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে সে পরীক্ষা বাতিল করে দেয়।

এসব কেলেঙ্কারি ছাড়াও কোন কোন কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে তারা কোচিংয়ের নামে সাধারণ ছাত্রদের মৌলবাদী রাজনীতিতেও জড়াচ্ছে। এ ধরনের অভিযোগ ছিল রেটিনা নামের কোচিং সেন্টারটির বিরুদ্ধে। চট্টগ্রামে এইট মার্ডারের পর সেখানে রেটিনার কার্যক্রম বন্ধ করে দেয় পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল রেটিনার লোকজন ছাত্র শিবিরের কর্মী, যারা এই হত্যার ঘটনার সাথে জড়িত। কোচিং সেন্টারগুলোর এ রকম ব্যবসা ওপেন সিক্রেট। কিছুদিন আগে মুরাদ হোসেন নামের এক মেডিক্যাল ভর্তি কোচিংয়ের মালিক তার লিফলেটে উল্লেখ করে, 'বিশেষ কিছু জেলার আওতায় পরীক্ষা দিলে কম নম্বরে চান্স পাওয়া যায়, সে সুযোগ করে দেয়া, পরীক্ষায় আসন ঠিক করে দেয় এবং প্রশ্নপত্রের সেট করে দেয়ার ব্যাপারে সহায়তা করা হবে।' এভাবে প্রকাশ্যে লিফলেট বিলি করে ছাত্র সংগ্রহ করেন একটি কোচিং সেন্টারের মালিক। কিন্তু কেউ সে দিকে ভ্রুক্ষেপ করেনি। কোচিং মালিকরা জাল সনদের মাধ্যমে জেলাকোটায় ছাত্র ভর্তি করায় এমন অভিযোগও কম নেই।